

আয-যুখরুফ | Az-Zukhruf | الْزُّخْرُفُ

আয়াতঃ ৪৩ : ৫৮

আরবি মূল আয়াত:

وَ قَالُواءَ الِهِتْنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ؟ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَّلَ ؟ بَلْ هُمْ قَوْمٌ

﴿ ৫৮ ﴾ خَصِيمُونَ

A | ✎ অনুবাদসমূহ:

আর তারা বলে, 'আমাদের উপাস্যরা শ্রেষ্ঠ নাকি ঈসা'? তারা কেবল কৃটতর্কের খাতিরেই তাকে তোমার সামনে পেশ করে। বরং এরাই এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়। — আল-বায়ান

এবং বলে আমাদের উপাস্যরা উত্তম না 'ঈসা'? (কারণ খৃষ্টানরা 'ঈসাকে উপাস্য বানিয়েছে আর আমরা মক্কাবাসীরা উপাস্য বানিয়েছি অন্যদেরকে)। তারা শুধু বিতর্ক সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তোমার সামনে এ দ্রষ্টব্য পেশ করে। আসলে তারা হল এক ঝগড়াটে জাতি। — তাইসিরুল

এবং বলেঃ আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতর্কার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতর্ককারী সম্প্রদায়। — মুজিবুর রহমান

And they said, "Are your gods better, or is he?" They did not present the comparison except for [mere] argument. But, [in fact], they are a people prone to dispute. — Sahih International

৫৮. আর তারা বলে, আমাদের উপাস্যগুলো শ্রেষ্ঠ না ঈসা? এরা শুধু বাক-বিতর্কার উদ্দেশ্যেই তাকে আপনার সামনে পেশ করে। বরং এরা এক ঝগড়াটে সম্প্রদায়।

-

তাফসীরে জাকারিয়া

(৫৮) এবং বলে, 'আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা?' এরা কেবল বিতর্কের উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ এরা তো এক বিতর্ককারী সম্প্রদায়। [1]

[1] পৌত্রলিকতা ও শিরকের খন্দন এবং মিথ্যা উপাস্যগুলোর অসহায়তার কথা পক্ষারভাবে তুলে ধরার জন্য মক্কার মুশরিকদেরকে বলা হত যে, তোমাদের সাথে তোমাদের উপাস্যগুলোও জাহানামে প্রবেশ করবে। আর লক্ষ্য হত, পাথরের সেই মূর্তিগুলো, যার তারা পূজা করত। এ থেকে লক্ষ্য কিন্তু সেই সংলোক (নবী-অলী)গণ নন,

যাঁরা তাঁদের জীবন্দশায় মানুষদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের মৃত্যুর পর ভক্তরা তাঁদেরকেও উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে। তাঁদের ব্যাপারে কুরআন কারীমে এ কথা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে যে, তাঁরা জাহানাম থেকে দূরে থাকবে। (الْأَنْبِياءَ ১০১) কারণ, এতে তাঁদের কোন দোষ নেই। আর এই জন্যই কুরআন এই মূর্তিগুলোর ব্যাপারে ৮০ শব্দ ব্যবহার করেছে; যা জ্ঞানহীন প্রাণী বা বস্ত্র জন্য ব্যবহার হয়। সুতরাং এ থেকে আমিয়া ও সৎলোকেরা বের হয়ে যান; যাঁদেরকে লোকেরা নিজে থেকেই উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল। অর্থাৎ, এটা হতে পারে যে, অন্যান্য মূর্তিদের সাথে তাঁদের আকৃতিতে বানানো মূর্তিগুলোকেও আল্লাহ জাহানামে নিশ্চেপ করবেন, কিন্তু এ লোকগুলো তো অবশ্যই জাহানাম থেকে দূরে থাকবেন। মুশরিকরা নবী (সা):-এর পবিত্র জবানে ঈসা (আ):-এর সুনাম শুনে এই অসার তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হত যে, যদি ঈসা প্রশংসার যোগ্য হন অথচ খ্রিস্টানরা তাঁকে উপাস্য বানিয়েছে, তবে আবার আমাদের উপাস্যগুলো নিন্দিত হল কিভাবে? এরাও কি উত্তম নয়? কিংবা আমাদের উপাস্যগুলো যদি জাহানামে যায়, তাহলে ঈসা ও উয়ায়েরও জাহানামে যাবেন। মহান আল্লাহ এখানে বললেন, আনন্দে তাদের শোরগোল করা তাদের বিতর্ক বৈ কিছুই নয়। তাছাড়া তর্কের অর্থই এই হয় যে, বিতর্ককারীর কাছে কোন দলীল থাকে না। কিন্তু নিজের মত বহাল রাখার জন্য অযথা কথা কাটাকাটি করে।

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — <https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=4383>

১ হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন